التداوي بالقرآن والسنة

(العين و السحر و المس)

বদনজর, জাদু ও জিনের

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা চিকিৎসা

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

বর্তমানে বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরণের শিরকি ঝাড়ফুঁক ও তাবিজের ব্যবসা করছে অনেকে। আর এর দ্বারা মানুষের ঈমান ও অর্থ লুটে নিচ্ছে এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ীরা। এদের খপ্পড় থেকে বাঁচার জন্য **"বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসা"** বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের অলোকে আমাদের এ ছোট প্রয়াস। আশা করি এ থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। ইন শাাআল্লাহ।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল।
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
১৮/১২/১৪৩২হিঃ
১৫/১১/২০১১ ইং

বদনজর

(ক) নজরলাগার অর্থ:

নজর অর্থ চোখ বা দেখা বা দৃষ্টিপাত। যখন কেউ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের প্রতি আশ্চর্য হয়ে কিংবা মজাক অথবা হিংসা করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত: "বাারাকাল্লাাহু ফীকা" বা "বাারাকাল্লাাহু ফীহ্" বা "মাা শাাআল্লাাহ" দোয়া না বলে মনে মনে বা সশব্দে তার গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান সে সময় বর্ণিত ব্যক্তি বা জিনিসের মাঝে ঢুকে পড়ে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিতগ অনুমতিক্রমেই ক্ষতি করে বসে। চোখ বা দৃষ্টিশক্তি স্বয়ং নিজে কোন ক্ষতি করতে পারে না; তাই তো অন্ধ মানুষের দ্বারাও নজরলাগে। সাধারণত চোখ দ্বারা দেখার পরই দোয়া ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করলে বর্ণিত ব্যক্তির সমস্যা হয় বলে নজরলাগা বলা হয়।

নজর কখনো নিকটের মানুষ ও প্রিয়জন এবং ভাল ব্যক্তির পক্ষ থেকে অনিচ্ছাকৃত আশ্চর্য ও মজাক করেও লাগে। এমনকি নিজের উপর নিজের নজর বা আপনজন তথা স্ত্রী, সন্তান বন্ধু-বান্ধুবি ইত্যাদির প্রতি

লাগতে পারে। আবার কখনো হিংসুক ও নোংরা স্বভাবের লোকের নজরলাগে যা খুবই মারাত্মক যাকে বদনজর বলা হয়।

নজর যে কোন জিনেসের উপর লাগতে পারে। চাই তা মানুষ হোক বা জীবজন্তু হোক বা গাছ-পালা বা ফল-ফরালি হোক কিংবা বাড়ি, গাড়ি ইত্যাদি।

(খ) নজরলাগার হকিকত:

১. নবী [ﷺ] বলেন:

« إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ». رواه أحمد وصححه الألباني في السلسة الصحيحة رقم: ٢٥٧٢

“যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অথবা নিজের কিংবা তার সম্পদের কিছু দেখে আশ্চর্যবোধ করে তখন যেন তার জন্য বরকতের দোয়া করে; কেননা নজরলাগা সত্য জিনিস।” [আহমাদ, শাইখ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন–সিলসিলা সহীহা হা: নং ২৫৭২]

২. নবী [ﷺ] বলেন:

« الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ ».

رواه مسلم.

“নজর লাগা সত্য। যদি কোন কিছু ভাগ্যের লিখনকে অতিক্রম করত, তাহলে নজরলাগাই করত।” [মুসলিম]

২. নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« أَكْثَرُمَنْ يَّمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَ قَدَرِهِ بِالأَنْفُسِ ». يَعْنِي بِالْعَيْنِ. رواه الطحاوي في مشكل الآثار.

“আল্লাহর ফয়সালা ও ভাগ্যের পরে আমার উম্মতের সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় নজরলেগে।” [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে‘: হা: নং ১২০৬]

৩. নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« اَلْعَيْنُ تُدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ».

“বদনজর (মানুষকে) কবরে এবং উটকে পাতিলে প্রবেশ করাই ছাড়ে।” [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে‘: হা: নং ৪১৪৪]

(গ) নজরলাগার প্রকার:

১. **কষ্টদায়ক নজরলাগা:** ইহা যে কোন মানুষ দ্বারা হতে পারে। যখন আল্লাহর জিকির ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান হাজির হয় এবং বর্ণনা শুনামাত্র বর্ণিত ব্যক্তির মাঝে প্রবেশ করে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছায় প্রভাব ফেলে। মজাক করে বা আশ্চর্য হয়ে বললেও নজরলাগে। ইহা একান্ত নিজস্ব মানুষ বা নিজের প্রতি নিজেরও নজরলাগে।

২. **ধ্বংসাত্মক নজরলাগা:** ইহা কিছু দুর্বল ঈমানের মানুষ দ্বারা হয়। যখন দোয়া ছাড়া গুণাগুণ বর্ণনা করে তখন শয়তান বর্ণিত ব্যক্তি বা নিজের মাঝে প্রবেশ করে আল্লাহর কাওনী তথা সৃষ্টিগত অনুমতিক্রমে তা ধ্বংস করে ফেলে। এ ব্যাপারে নবী [ﷺ] বলেন:

« اَلْعَيْنُ حَقٌّ وَيَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ وَحَسَدُ ابْنُ آدَمَ ».

"নজরলাগা সত্য এবং (গুণাগুণ বর্ণনার সময়) শয়তান ও বনি আদমের হিংসা হাজির হয়।" [মুসনাদে

আহমাঃ হাঃ নং ২১৪৩৯, শাইখ আলবানী যঈফ বলেছেন, সিলসিলা য'য়ীফা হাঃ নং ২৩৬৪]

(ঘ) নজরলাগার কারণে যে সকল রোগ হয়ে থাকেঃ

শরীরে বিভিন্ন স্থানে ব্যাথা, একাধিক প্রকারের ক্যান্সার, হার্ট এট্যাক (Heart Attack), শ্বাসকষ্ট-হাঁপানি, অবশ হওয়া (Paralysis), বন্ধ্যাত্ব, সুগার (Sugar), ব্লাড প্রেশার, মহিলাদের মাসিক ঋতুর অনিয়ম ও কিছু গোপন রোগ যেমনঃ মলাশয় (Colon) এবং কিছু মানসিক রোগ ইত্যাদি।

জাদু

(ক) জাদুর অর্থ:

১. জাদুর শাব্দিক অর্থ: জাদু এমন সূক্ষ্ম ও অদ্ভুদ কর্মকাণ্ড যার কারণ গোপনীয় ও অজানা হয়।

২. জাদুর পারিভাষিক সজ্ঞা: এমন কিছু গিরা-গ্রন্থি ও মন্ত্র এবং বাণী বা লিখিত জিনিস যার মধ্যে কুফরি, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করত: জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নিয়ে করা হয়। আবার কিছু আছে যা ম্যাজিক দ্বারা ভেলকিবাজরা হাতছাফাই ও চতুরতা দ্বারা মানুষকে নজরবন্দী করে থাকে। ইহা মনের ধারণা ও ধোঁকাবাজি যা প্রকৃতি পক্ষে বাস্তবের বিপরীত।

(খ) জাদুর হকিকত:

১. আল্লাহ তা'য়ালা জাদু সম্পর্কে বলেন:

+ *) ' & % $ # " ! [

4 3 2 1 0 / . - ,

@ ? > = < ; : 8 7 6 5

L K J I H G F D C B A

Z Y W V U T S R Q P O M

f edc b a ` _] \ [

r q p n m l k j h g

البقرة: ١٠٢ Z s

“তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরি করেনি, শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অত:পর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যা দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর (কাওনী-সৃষ্টিগত) আদেশ ছাড়া তা দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের

ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে তা খুবই মন্দ-যদি তারা জানত।" [সূরা বাকারা:১০২]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ.متفق عليه.

২. আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে জাদু করা হয়েছিল। এমনকি জাদুর প্রভাবে তাঁর কাছে এমন কিছু কাজের ধারণা হত যা তিনি করেননি।" [বুখারী ও মুসলিম]

৩. নবী [ﷺ] বলেন:

« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَات». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا هُنَّ قَالَ:« الشِّرْكُ بِاللَّه وَالسِّحْرُ». متفق عليه.

"তোমরা ৭টি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক।" সাহাবাগণ বললেন, সেগুলো কি কি হে আল্লাহর

রসূল? "তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শিরক, জাদু-------।" [বুখারী ও মুসলিম]

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হলো যে, জাদুর কুপ্রভাব রয়েছে। ইহা হলো আহলুস্সুন্নাহ ওয়ালজামাতের সঠিক আকিদা। জাদুর বিভিন্ন প্রকার ও রকমারি রয়েছে। জাদুর দ্বারা জাদুকৃত ব্যক্তি বা জিনিসের ক্ষতি সাধান করাই জাদুকরদের মূল উদ্দেশ্য হয়। জাদুর দ্বারা জাদুকৃত ব্যক্তির অন্তরে, বিবেকে ও ইচ্ছার মধ্যে প্রভাব পড়ে। এর ফলে কোন জিনিস থেকে ফিরে যায় আথবা কোন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এ জন্যেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝের ভালবাসা সৃষ্টিকারী জাদুকে 'আতফ' তথা ভালবাসা সৃষ্টিকারী এবং সম্পর্ক ছিন্নকরী জাদুকে 'স্বরফ' তথা বিরত রাখার জাদু বলে, যা জাহেলিয়াতের যুগে করা হত। জাদু দ্বারা হত্যা, অসুখ-বিসুখ, সহবাস থেকে বিরত, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন ও ভালাবাসা ইত্যাদি হারাম কাজ করা হয়।

(গ) জাদুর বিধানঃ

জাদু বড় শিরক ও কুফরি। জাদুর সমস্ত কারবার তথা জাদু শিখা বা শিখানো অথবা করা বা করানো কিংবা জাদুর সাহায্যে চিকিৎসা অথবা জাদু প্রদর্শন ইত্যাদি সবই কুফরি। আবার এমন কিছু জাদু আছে যা ছোট শিরক ও ছোট কুফরির পর্যায়ের।

জাদু দু'দিক দিয়ে শিরকের অন্তর্ভুক্ত:

(এক) জাদুকররা জাদুতে জিন ও শয়তানদেরকে ব্যবহার করে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদের নামে কুরবানি, ভোগ, সেজদা ইত্যাদি করে থাকে। জাদু শয়তানদের শিক্ষা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

1 0 / . - , + [

Z البقرة: ١٠٢

"বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত।" [সূরা বাকারা:১০২]

(দুই) জাদুর মাঝে ইলমে গায়ব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবী রয়েছে যা আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

D C B@? > = < ; : 9 87[

النمل: ٦٥ Z F E

"বলুন, আসমান ও জমিনে যারা আছে আল্লাহ ব্যতীত তারা কেউ গায়েব জানে না।" [সূরা নামাল:৬৫]
আর আল্লাহর সঙ্গে অংশী দাবি করা কুফরি ও ভ্রষ্টতা।

(ঘ) জাদুর প্রকার ও জাদুকরের শাস্তি:

জাদু দুই প্রকার:

১. **শিরকি জাদু:** ইহা শয়তানদের মাধ্যম করা হয়। জাদুকররা শয়তানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুরবানি ও এবাদত ইত্যাদি করে থাকে যা বড় শিরক।
২. **জুলুম ও সীমালজ্ঘনকর জাদু:** ইহা প্রতিষেধক ও ঔষধ দ্বারা মানুষকে কষ্ট ও তাদের উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য করে।

আর যেসব খেলাধুলা দ্বারা দ্রুত নড়াচড়া, শরীরের শক্তি, হাতছাফাই, তেলেসমতি ও প্রতারণা এবং

ভেষজদ্রব্য ইত্যাদি মাধ্যমে বাস্তবের বিপরীত প্রকাশ করে থাকে। এসব ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনা।

আর জাদুকরের শাস্তি হলো হত্যা। যদি তার জাদু বড় কুফরি পর্যায়ের হয়, তাহলে মুরতাদ হিসাবে হত্যা করা হবে। আর যদি কুফরি পর্যায়ের না হয়, তাহলে তার অনিষ্ট ও বিপর্যায় থেকে বাঁচার জন্য হত্যা করতে হবে।

عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ يَقُولُ أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ أَنْ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ..فَقَتَلْنَا ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ.

১. বাজালা ইবনে আব্দাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: উমার ইবনে খাত্তাম [ﷺ]-এর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে আমাদের নিকট তাঁর ফরমান আসে: প্রতিটি জাদুকর ও জাদুকরণীকে হত্যা কর।----বর্ণনাকারী বলেন: অত:পর আমরা তিনজন জাদুকরকে হত্যা করি। [আহমাদ:১/১৯০, আবু দাঊদ হা: নং ৩০৪৩ ও বাইহাকী:৮/১৩৬]

২. হাফসা বিন্তে উমার [রা:] নবী [ﷺ]-এর স্ত্রী। তাঁর একজন দাসী ছিল। সে তাঁকে জাদু করেছিল এবং

স্বীকার করে তা বের করে দিয়েছিল। অত:পর হাফসা [রা:] তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। [বাইহাকী: ৮/১৩৬]

৩. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহ:) বলেন: জাদুকরকে হত্যা তিনজন সাহাবী থেকে প্রমাণিত।

জাদুকর যদি তওবা করে, তাহলে তার তওবা কবুল করা হবে কি হবে না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সঠিক মতে তার তওবা কবুল করা হবে।

(ঙ) জাদুকরদের কিছু আলামত-লক্ষণ:

১. রোগীকে তার নাম ও মার নাম জিজ্ঞাসা করা; যদিও নাম জানা না জানার সঙ্গে চিকিৎসার কোন সম্পর্ক নেই।

২. রোগীর শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন কোন জিনিস তলব করা। যেমন: গেঞ্জি ইত্যাদি।

৩. কখনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পশু-পাখী তলব করা। যেমন: কালো বা লাল রঙের মুরগী বা খাশী ইত্যাদি, যা জিনের জন্য জবাই করে। আবার

কখনো সে পশুর রক্ত দ্বারা রোগীর শরীর রঞ্জিত করে।

৪. জাদু মন্ত্র লেখা বা পড়া যা বুঝা যায় না এবং যার কোন অর্থও নেই।

৫. রোগীকে চতুর্ভুজ দাগ কাটা কাগজের ভিতরে বিভিন্ন অক্ষর ও নম্বর লিখা পেপার দেওয়া।

৬. রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে মানুষ থেকে দূরে অন্ধকার ঘরে একাকী থাকতে বলা।

৭. রোগীকে নির্দিষ্ট সময় ধরে পানি স্পর্শ করতে বারণ করা।

৮. রোগীকে কিছু দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে নির্দেশ করা।

৯. রোগীকে নির্দিষ্ট কোন পেপার দিয়ে তা পুড়িয়ে তার ধোঁয়া গ্রহণ করতে বলা।

১০. রোগীর কথা বলার বা শুনার পূর্বে তার কিছু বৈশিষ্ট্য বলা, যা কেউ জানে না অথবা তার নাম, শহর ও রোগের কথা বলা।

১১. রোগীর প্রবেশের সাথে সাথে অথবা টেলিফোন বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে তার রোগনির্ণয় করা।

জিন

Ø জিনের হকিকত:

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

*) (' & % $ # " ! [

البقرة: ٢٧٥ Z S . - , +

১. "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়।" [সূরা বাকারা: ২৭৫]

২. নবী [ﷺ] বলেন:

« إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ». متفق عليه.

"নিশ্চয় শয়তান বনি আদমের ধমনীসমূহে চলাচল করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

৩. নবী [ﷺ] তাঁর সাহাবাদেরকে বলেন:

« إِنَّ عِفْرِيتًا مِنْ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي

سُلَيْمَانَ رَبِّ] هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيZ فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا». رواه البخاري.

“গত রাতে একজন দুষ্ট জিন হঠাৎ করে এসে আমার সালাত নষ্ট করতে চেয়েছিল। আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তাকে ধরার শক্তি দান করেন। আমি তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছা পোষণ করি, যাতে করে তোমরা সবাই সকালে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু আমার ভাই সুলায়মান (আ:)-এর কথা: “আর এমন রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কাউকে করবে না।” [সূরা স্বদ: ৩৫] স্মরণ করে ছেড়ে দিয়েছি। আর তাকে নিরাস করে ভাগিয়ে দিয়েছি।” [বুখারী]

৪. নবী [ﷺ]-এর নিকট একজন পাগল বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলে তিনি [ﷺ] বলেন:

« اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَبَرَأَ».أحمد والبيهقي.

"আল্লাহর দুশমন বের হও! আমি আল্লাহর রসূল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বাচ্চাটি আরগ্য লাভ করে।" [আহমাদ ও বায়হাকী]

৫. আল্লাহ তা'য়ালা সুলায়মান (আ:)-এর জন্য জিনকে অধীন করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

(' & % $ # " ! [

٨٢ :الأنبياء Z . - , +)

"আর আমি অধীন করেছি শয়তানের কতককে, যারা তার (সুলায়মান) জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম।" [সূরা আম্বিয়া:৮২]

৬. আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবীব [ﷺ]কে জিন ও ইনসানের জন্য নবী ও রসূল করে প্রেরণ করেছেন। জিনরা নবী [ﷺ]-এর কুরআন তেলাওয়াত শুনে নিজেদের জাতির কাছে তার দাওয়াত করেছে। জিন নামে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন।

৭. আল্লাহ তা'য়ালা ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা, জিনদেরকে আগুন দ্বারা এবং মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জিনদের মাধ্যে ভাল-মন্দ, মুসলিম-কাফের রয়েছে যেমন রয়েছে মানুষের মাঝে।

৮. জিনরা বিইযনিল্ল্যাহ তথা আল্লাহর কাওনী অনুমতিতে মানুষের উপকার ও ক্ষতি এমনকি হত্যা করে থাকে এবং মানব শরীরে প্রবেশ বা আসর করতে পারে।

৯. জিনরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারে। যেমনঃ সাপ ও কুকুর এবং বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতি ধারণ যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

১০. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ মানুষের উপর জিন আসর করে বা তার মাঝে প্রবেশ করে ইহা মুসলমানদের কেউ অস্বীকার করে না। বরং ইহা আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদা। আর যে অস্বীকার করে সে শরিয়তকে মিথ্যারোপ করে। [মাজমুউল ফাতাওয়া:২৪/২৭৬-২৭৭]

বদনজর, জাদু ও জিনের আসরের কিছু আলামতঃ

নিশ্চয় নজরলাগা, জাদু ও জিনের আসরের কিছু আলামত ও উপসর্গ রয়েছে যা রোগীর মাঝে দেখা যায়। এগুলো একটি অপরটির সদৃশ্যপূর্ণ যার পার্থক্য করা বড় কঠিন। রোগীর মধ্যে এর সবগুলোই এক সঙ্গে পাওয়া শর্ত নয়। বরং কখনো কিছু আলামত প্রকাশ পেয়ে থাকে। আবার কখনো শারীরিক বা মানসিক রোগের কারণে হয়ে থাকে, যার নজরলাগা বা জাদু কিংবা জিনের আসরের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরি। উপসর্গ ও আলামতগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ

(ক) যে সকল আলামত ঝাড়ফুঁক করার পূর্বে রোগীর মাঝে দেখা যায়ঃ

১. হঠাৎ করে কোন ভালবাসার জিনিস ঘৃণা বা ঘৃণীত জিনিস ভালাবাসায় পরিণত হওয়া।

২. সুস্পষ্ট কোন ডাক্তারী কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরণের ও বেশি বেশি রোগ হওয়া।

৩. অন্তরে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা, বিশেষ করে আসর ও মাগরিবের সালাতের পর।

৪. কাজ করতে অপছন্দ, সমাজ ও লেখাপড়ার প্রতি অনীহা এবং একাকী থাকা পছন্দ করা।

৫. বিভিন্ন কাজ করেছে মনে করা কিন্তু সে আসলে করে নাই এমন হওয়া।

৬. চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া অথবা হলুদ হওয়া কিংবা কোন কারণ জানা ছাড়াই শরীরে নীল বা বাদামী রঙ্গের দাগ প্রকাশ পাওয়া।

৭. বারবার মাথা ব্যাথা বা হঠাৎ করে জ্বর হওয়া।

৮. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকা এবং দু'জনের মাঝে ঘৃণা বাড়তেই থাকা। অথবা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তুচ্ছ ও সামান্য কারণে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া।

৯. জাগ্রত অবস্থায় বিভিন্ন খেয়ালের স্বপ্ন দেখার ধারণা হওয়া।

১০. অলসতা ও নিষ্ক্রিয়তা, সর্বদা ক্লান্ত অনুভব করা এবং খানাপিনার রুচি না থাকা।
১১. চলতে বারবার ভারসাম্য না থাকা অনুভব করা।
১২. দুই কানে বা এক কানে বারবার শোঁ শোঁ আয়াজ শুনা।
১৩. মহিলাদের নিচ পেটে ব্যাথা হওয়া বা রক্ত খরণ হওয়া, বিশেষ করে মাসিক চলা কালিন। অথবা বারবার এস্তেহাযা তথা প্রদর-লিকুরিয়া স্ত্রীরোগ হওয়া।
১৪. ছোট কারণে ভিষণ রাগ হওয়া।
১৫. সবসময় ঘুমের ইচ্ছা হওয়া এবং গভীর ঘুম হতে জাগার পর কষ্ট পাওয়া।
১৬. কে জেন তার নাম ধরে ডাকতেছে এমন শুনা কিন্তু কাউকে দেখে না।
১৭. পিঠের শেষ ভাগে বা মধ্যখানে কিংবা দুই কাঁধের মাঝে সর্বদা চলমান ব্যথা অনুভব করা।
১৮. চর্ম এলার্জি যা চুলকায় এবং পেট ফুলে-ফাঁপে ও কখনো কখনো শরীরে দানা প্রকাশ পাওয়া।

১৯. বারবার কঠিৎ আমাশা হওয়া অথবা পেটে বেশি বেশি গ্যাস কিংবা অম্ল বা জ্বালা-পুড়া অথবা স্থায়ী কোষ্টকাঠিন্য হওয়া।

২০. দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া ও দেখাতে সুস্পষ্ট বাঁকা দেখা।

২১. সবসময় দুশ্চিন্তা, অনিদ্রা, অস্থিরতা, আতঙ্ক ও ভিষণ ভয় পাওয়া।

২২. মনের ভিতর কঠিন শক্ত ওয়াসওয়াসা (সন্দেহ-সংশয়) জাগা।

২৩. সর্বদা মন-মগজ চনচল ও বেশি বেশি ভুলে যাওয়া।

২৪. আল্লাহর জিকিরে বাধা এবং এবাদত করতে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া।

২৫. অস্বাভাবিক ঘামের গন্ধ বা আশ্চর্য ধরণের দুর্গন্ধ কিংবা এমন গন্ধ যা রোগী পায় কিন্তু পাশের অন্য কেউ পায় না। এ ছাড়া এর সঙ্গে বেশি বেশি ঘাম বের হওয়া কিংবা বারবার পেশাব হওয়া।

২৬. যৌনশক্তি দুর্বল হওয়া ও স্বামী কিংবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে সহবাসের অনীহা প্রকাশ করা।

২৭. বারবার ও কষ্টদায়ক আক্রমন্তক স্বপ্ন দেখা। কষ্টদায়ক জীবজন্তু দেখা। যেমনঃ কালো সাপ বা কালো কুকুর কিংবা কালো বিড়াল। এছাড়া অন্য কিছু যেমনঃ উট কিংবা কবরস্থান বা ময়লা ফেলার স্থান বা উপর থেকে পড়ে যাওয়া অথবা গভীর পানিতে ডুবে যাওয়া ইত্যাদি দেখা।

২৮. ঘুমের ঘরে বারবার কথা বলা, শব্দ করে দাঁত কিড়মিড় করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও হঠাৎ করে কান্না করা।

২৯. ঘুমের ঘরে বারবার বুকের উপরে প্রচণ্ড ভারী অনুভব করা।

৩০. ঘুমের ঘরে বারবার চলাফিরা করা কিংবা বারবার অনিদ্রা অথবা ঘুম হতে আতঙ্কিত অবস্থায় দাঁড়ানো।

(খ) যে সকল উপসর্গ ও লক্ষণ ঝাড়ফুঁক করার সময় দেখা যায়ঃ

১. মাটিতে পড়ে যাওয়া অথবা খিঁচুনি হওয়া।
২. বুকের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা।
৩. চোখের পশম দ্রুত নড়াচড়া করা।
৪. কঠিনভাবে চিৎকার করা।
৫. পেটের ব্যথা ও কুরকুর শব্দ করা কিংবা পেট ফুলে যাওয়া।
৬. আওয়াজ পরিবর্তন হওয়া বা আশ্চর্য শব্দ বের হওয়া।
৭. গলার কোন একটি রগ ফুলে যাওয়া।
৮. তন্দ্রা বা ঘুম চলে আসা।
৯. কোন কারণ ছাড়াই হাসা বা কাঁদা।
১০. মাথা ঘুরে উঠা বা শরীর মেজমেজ করা কিংবা বমি হওয়া এবং অস্বাভাবিক আকৃতি ও রঙ্গের জিনিস বমির সাথে বের হওয়া।
১১. প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হওয়া।

১২. শরীরের পার্শ্ব ভারি লাগা কিংবা অবশ হওয়া অথবা খোঁচা মারা মনে করা বা বেশি তাপ কিংবা বেশি ঠাণ্ডা হওয়া।

১৩. শরীরের পার্শ্ব থেকে কোন অংশ খসে পড়া অনুভব করা।

১৪. শরীরের বিভিন্ন ধরণের ও অস্থায়ী ব্যাথা হওয়া।

১৫. শরীরের কোন কোন অংশ কাঁপা।

১৬. বেশি বেশি কফ বের হওয়া।

১৭. দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে বাঁকা দেখা বা শরিষার ফুল দেখা।

১৮. নিজের অজান্তে কথা বলা।

১৯. বেশি বেশি বিশেষ করে পিঠে ঘাম বের হওয়া।

২০. কোন সর্দি ইত্যাদি ছাড়াই চোখ থেকে অশ্রু বা নাক হতে পানি বের হওয়া।

২১. বারবার হাই উঠা বা দীর্ঘশ্বাস ফেলা।

২২. শরীরে চুলকানি বা দানা কিংবা লাল হওয়া।

২৩. নিজে ঝাড়ফুঁকের সময় কঠিন অপারগতা অনুভব এবং পূর্ণ করতে অনিচ্ছা হওয়া।

২৪. সমস্ত শরীরে কম্পন শুরু হওয়া।

২৫. বেহুশ হওয়া এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বেড়ে যাওয়া।
২৬. চেহারা কালো হওয়া এবং রোগী বমি করলে চেহারা আলোকিত হওয়া।
২৭. পাকস্থলী থেকে মুখ দ্বারা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হওয়া।
২৮. হঠাৎ করে হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যাওয়া এবং বাড়তেই থাকা।
২৯. দুই চোখ বন্ধ করা বা বড় বড় চোখে দেখা।
৩০. কুরআনের কিছু আয়াত দ্বারা দম করা পানি পান করার সময় মুখে তিতা অনুভব করা।

ঝাড়ফুঁক ও তার প্রকার

ঝাড়ফুঁককে আরবীতে "রুকয়াহ" বলে। রুকয়াহ হলো: যার দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় এবং আরোগ্যের জন্য রোগীকে তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হয়।

Ø ঝাড়ফুঁক চার প্রকারঃ

১. আল্লাহ তা'য়ালার কুরআনের আয়াত ও তাঁর সুন্দর নামসমূহ এবং সুমহান গুণাবলী দ্বারা ঝাড়ফুঁক। ইহা জায়েজ বরং উত্তম।
২. সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত জিকির-আজকার ও দোয়াসমূহ দ্বারা ঝাড়ফুঁক। ইহাও জায়েজ।
৩. এমন জিকির-আজকার ও দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক যা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতও নয়। ইহাও জায়েজ।
৪. এমন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যার অর্থ বুঝা যায় না যেমনভাবে জাহিলী যুগে করা হত। এ প্রকার মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হারাম এবং এ হতে দূরে

থাকা ওয়াজিব; কারণ এর মধ্যে শিরক থাকতে পারে অথবা শিরক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

Ø বৈধ ঝাড়ফুঁকের জন্য শর্তসমূহ:

১. আল্লাহর কালাম পাক কুরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী দ্বারা হতে হবে।

২. আরবি ভাষয় হতে হবে অথবা এমন ভাষা দ্বারা হতে হবে যার অর্থ রোগী বুঝে।

৩. যিনি ঝাড়ফুঁক করবেন (চিকিৎসক) এবং যার ঝাড়ফুঁক করা হবে (রোগী) উভয়ে এ বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়ফুঁক স্বয়ং নিজে কোন প্রকার প্রভাব করতে পারে না। বরং বিইযনিল্লাহ তথা আল্লাহর অনুমতিতে ঝাড়ফুঁকের প্রভাব পড়ে।

Ø পূর্ণ উপকারের জন্য:

যে সকল জিনিস চিকিৎসক ও রোগীর মাঝে থাকলে আল্লাহ চাহে ঝাড়ফুঁক দ্বারা পূর্ণ উপকার পাওয়া যায়:

১. ঝাড়ফুঁককারী সৎ ও আমলদার ব্যক্তি হওয়া।

২. কোন রোগের জন্য কোন আয়াত ও জিকির উপযুক্ত তা ঝাড়ফুঁককারীর জন্য জানা।
৩. রোগীকে সঠিক ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী হওয়া এবং সর্বপ্রকার হারাম কার্যাদি ও জুলুম থেকে বিরত থাকা; কারণ ঝাড়ফুঁক অধিকাংশ সময় পাপ ও নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মাঝে প্রভাব ফেলে না।
৪. রোগীর একিন সহকারে এ বিশ্বাস রাখা যে, আল-কুরআন মহাঔষধ ও রহমত এবং উপকারী চিকিৎসা।

ঝাড়ফুঁক দ্বারা চিকিৎসার জন্য কিছু নীতিমালা ও শর্ত:

১. এখলাস তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো প্রতিটি কাজের মূল ভিত্তি। নিঃসন্দেহে একজন মুখলিস ঝাড়ফুঁকদাতার ঝাড়ফুঁক রোগীর জন্য উপকারী। আল্লাহ তা'য়ালা তার দ্বারা মানুষের ফায়দা পৌঁছিয়ে থাকেন। এখলাসের দ্বারাই এ ময়দানের চিকিৎসকদের মর্যাদা বাড়ে এবং ইহাই হচ্ছে ঝাড়ফুঁকের শক্তির হকিকতের মূল মাপকাঠি। যখন একজন মুখলিস রাকী (ঝাড়ফুঁককারী) রোগীর চিকিৎসা আল্লাহকে খুশী করার জন্য করে এবং মনে রাখে আল্লাহর বাণী:

المائدة: Z J (; : 9 8 7 6 [
٣٢

"আর যে মানুষের জীবন জীবিত করে সে যেন সমস্ত মানুষ জাতিকে জীবিত করল।" [সূরা মায়েদা: ৩২]

আর মনে রাখে নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ نَفَّسَ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الْمُسْلِمِ فِي الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الآخِرَةِ ». الطبراني في الكبير.

"যে তার ভাইয়ের একটি বিপদ দূর করে আল্লাহ তা'য়ালা সে জন্য তার কিয়ামতের বিপদসমূহ দূর করবেন।" [তবারানী]

আরো নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ».الطبراني في الكبير.

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি যে মানুষের জন্য বেশি উপকারী।" [তবারানী]

আরো নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».متفق عليه.

"প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব, প্রতিটি মানুষের জন্য তাই যা সে নিয়ত করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

২. ঝাড়ফুঁকের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে এবং নতুন নতুন আবিস্কৃত পন্থা ত্যাগ করতে হবে। নবী [ﷺ] বলেন:

« قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ ». أحمد وغيره.

"আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট পরিস্কার দ্বীনের উপর ছেড়ে যাচ্ছি, যার রাত দিন সমান। এ থেকে বাঁকা পথ ধরবে যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত তারাই।"

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ». رواه النسائ في الكبرى.

"সবচেয়ে জঘন্য জিনিস হলো (দ্বীনের মাঝে নব আবিস্কৃত) জিনিস। আর প্রতিটি বিদাত গুমরা তথা ভ্রষ্টতা এবং প্রতিটি ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।"

আর যে সকল অবিজ্ঞতা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত না তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হলো সেগুলো আকিদা ও শয়িরত বিষয়ে অবিজ্ঞ আলেমদের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। নবী [ﷺ] বলেন:

« اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». رواه مسلم.

"তোমাদের ঝাড়ফুঁকগুলো আমার নিকট পেশ কর। এর মধ্যে যেগুলো শিরক মুক্ত সেগুলোতে কোন অসুবিদা নেই।" [মুসলিম]

তাহলে বুঝা গেল আলেমদের সঙ্গে গভির সম্পর্ক ও শিরক না হওয়া জরুরি।

৩. রাকীকে (ঝাড়ফুঁককারী) একজন আদর্শবান ব্যক্তি হতে হবে। বর্তমান বাজারে যারা এ কাজ করে তাদেরকে রেজাল শাস্ত্রের মাপডণ্ডে মাপলে দেখা যাবে অধিকাংশই মাস্তুরুল হাল তথা এদের অবস্থা সম্পর্কে অজানা। রোগীর জন্য চিকিৎসককে ইবাদত ও লেনদেনে প্রতিটি কাজে উত্তম আদর্শ হওয়া জরুরি। কারণ তিনি রোগীকে সর্বদা বেশি বেশি এবাদত ও জিকির করার জন্য নির্দেশ করবেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

} | { z y x w v u t [

~ ﴿٤٤﴾ Z البقرة: ٤٤

"তোমরা মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ কর আর নিজেদেরকেই ভুলে যাও অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর।" [সূরা বাকারা:৪৪]

সমস্যার শুরু হলো যখন চিকিৎসক রোগীর অন্তর ও অবস্থার দিকে না দেখে পকেটের দিকে দেখে। দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝাড়ফুঁক করে যা আজকালের বাস্তব অবস্থা।

৪. ঝাড়ফুঁক চিকিৎসার পূর্বে দা'ওয়াত। রোগীর মাঝে আসরকৃত জিনকে জ্বালানো-পুড়ানো ও তাড়ানোর পূর্বে তাকে হেদায়েতের জন্য দা'ওয়াত করতে হবে। আর রোগীর চিকিৎসার পূর্বে তার আকিদা ও ঈমান মজবুত করার জন্য দা'ওয়াত করতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে শয়তান দুই প্রকার: মানুষ শযতান ও জিন শয়তান।

৫. রোগীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস করা। বেশিরভাগ মানুষ আজ যখন আল্লাহ তা'য়ালা থেকে দূরে সরে গেছে তখন তাদের জীবনে নেমে এসেছে তিক্ত ও কঠিন অবস্থা। আর তাদের উপর বিস্তার লাভ করেছে মানুষ ও জিন শয়তানরা।

চিকিৎসার সাথে সাথে তওবার জন্য পরামর্শ দিয়ে তার জীবনের ধারাকে সঠিক পথে প্রচালিত করা রোগীর জন্য অনেক উপকারী। এ ডোজ তার মনে আশার সঞ্চার করবে এবং নিরাশা দূর হবে।

৬. রোগীর মাঝে আত্মবিশ্বাস বপণ করা। রোগীর ভিতরে প্রশান্তি এবং প্রথমত তার প্রতিপালকের সঙ্গে গভির সম্পর্ক ও দ্বিতীয়ত নিজের উপর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। রোগীর যা হয়েছে তা ভুল হওয়ার ছিল না। ইহা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং তাঁর ভালবাসার প্রমাণ। কারণ হাদীসে আছে আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ভালবাসেন তাকে রোগ-শোক দেন। মানুষ জখন মানসিকভাবে দুর্বল থাকে তখন শয়তান তার ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরণের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে।

৭. ভবিষ্যত জীবন আল্লাহ তা'য়ালার হাতে সে নিয়ে চিন্তা না কর। রোগী যখন তার আগামী দিনগুলো নিয়ে চিন্তা করে কি হবে তার? কখন ভাল হবে? তখন শয়তান তার মাঝে প্রবেশ করে আজেবাজে

চিন্তা, শয়তানী ওয়াসওয়াসা ও ভয়ানক কুমন্ত্রনা জাগাতে থাকে। এ সময় রোগী তার জীবন ও তকদির সম্পর্কে সন্দেহ ও আঁধারে পড়ে আল্লাহর প্রতি ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। আর এর ফলে তার রোগ বাড়তে থাকে। রোগী তখন নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا». رواه الترمذي.

"যে ব্যক্তি তার বাড়ীতে নিরাপদে, শরীর সুস্থ এবং তার নিকট দিনের খোরাকী অবস্থায় প্রভাত করে তার জন্য যেন দুনিয়ার সবকিছুই সুবিধাদি পূর্ণ করা হলো।" [তিরমিযী হা: নং ২৩৪৭]

তাহলে নিরাপদ, সুস্থতা ও দিনের খোরাকী পূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি যা আল্লাহর হাতে এবং এর ভবিষ্যতের কার্যাদির জন্য তাড়াহুড়া করা দুর্বল ঈমানের পরিচয়। আর মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের পরীক্ষা নেওয়া আল্লাহর নিয়ম।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z } | { z y x w v u t s [
العنكبوت: ٢

"মানুষ কি মনে করেছে তারা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে! তারা পরীক্ষিত হবে না?" [সূরা আনকাবূত:২]
আর নবী [ﷺ]-এর বাণী:

« مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». رواه مسلم.

"কোন মুসলিম বান্দার রোগ ইত্যাদি হলে তার দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা তার পাপকে ঝড়িয়ে দেন যেমন গাছ তার পাতাকে ঝড়াই।" [মুসলিম]
অন্য বর্ণনায় আছে:

« حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ». رواه الترمذي.
"এমনকি সে জমিনে উপর পাপমুক্ত অবস্থায় বিচারণ করতে থাকে।" [তিরমিযী]

সে যে আল্লাহর অনুমতিতে আরোগ্য লাভ করবে "জমিনে বিচারণ করবে" এ কথা দ্বারা প্রমাণিত।

৮. রোগ নির্ণয়ের সময় রোগীকে সন্দেহ ও সংশয়ে না ফেলা। বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করে রোগীর মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি না করা। ধারণা করে কিছু না বলা; কারণ ধারণা ভাল কিছু বয়ে আনে না। আর অজানা ও ধারণা করে বলা নিষেধ। রোগের মূল কি জানা চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি শারীরিক ও শয়তানী একই সাথে হয়, যা সচারচর হয়ে থাকে, তবে সঠিক পদ্ধতিতে শয়তানকে তাড়িয়ে শারীরিক চিকিৎসার জন্য অবিজ্ঞ ডাক্তাদের নিকট পাঠাতে হবে। কুরআন যা মূল চিকিৎসা এবং ঔষধ দুইটির দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। যেমনভাবে করেছিলেন নবী [ﷺ] সা'দের সাথে। সা'দ [رضي الله عنه] বলেন: আমি অসুস্থ হলে নবী [ﷺ] আমাকে দেখতে আসেন। তিনি তাঁর হাত মোবারক আমার বুকের মধ্যভাগে রাখেন। এমনকি আমি তাঁর হাতের ঠাণ্ডা আমার অন্তরে অনুভব করি। আর তিনি আমাকে বলেন:

« إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ ». رواه أبوداود.

"তুমি হৃদরোগগ্রস্ত মানুষ। অতএব, তুমি ছকীফের ভাই হারেছ ইবনে কালাদার নিকট যাও। সে একজন ডাক্তার। আর তুমি মদিনার সাতটি আজওয়া খেজুর নিয়ে সেগুলোর আঁটিসহ চূর্ণ করে পানিতে মিশিয়ে পান করবে।" [আবু দাউদ হা: নং ৩৮৭৫]

৯. অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হলো অবসর থাকা। নবী [ﷺ] বলেন:

« نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ». رواه البخاري.

"দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে বেশিরভাগ মানুষ প্রতারিত হয়: সুস্থতা ও অবস সময়।" [বুখারী]

অবসর থাকার কারণে মানসিক রোগ জন্ম নেয়, শয়তানী প্রভাব বিস্তার এবং নোংরা ও কঠিন রোগের আস্তানা হয়ে পড়ে। ইমাম শাফে'য়ী (রহ:) বলেন:

যদি তুমি তোমার নাফ্‌সকে ভাল কাজে ব্যস্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে নোংরা কাজে ব্যস্ত করবে।

অতএব, টেনশন, হিংসা ও ভয়-ভীতির অনুভূতি অবসর থেকেই হয়ে থাকে। এর জন্য বাথ রুমের প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া সর্বদা আল্লাহর জিকির করার জন্য রোগীকে পরামর্শ দিতে হবে। যখন আল্লাহর জিকির করবে তখন অন্য কোন ওয়াসওয়াসা বা টেনশন কিংবা বাজে কোন চিন্তা-ভাবনা অসবে না।

চিকিৎসা

প্রথমত: বদনজর, জাদু ও জিন থেকে বাঁচার উপায়:

বদনজর, জাদু ও জিন থেকে বেঁচে থাকার জন্য কুরআন ও হাদীসের জিকির ও দু'য়ার মাধ্যমে নিজেকে হেফাজত রাখা সম্ভব। আর সংক্ষেপে তা হচ্ছে:

১. নিয়মিত প্রতি ফরজ সালাতের পর ও ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করা।
২. সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস প্রতি ফরজ সালাতের পর একবার করে ও সকাল-বিকাল এবং ঘুমের সময় তিনবার করে সর্বদা পাঠ করা।
৩. সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত রাত্রের প্রথমে বা ঘুমানর সময় প্রতিদিন পাঠ করা।
৪. তিনবার করে **১১, ১২, ১৫** ও **১৭** নং এর দু'য়াগুলো নিয়মিত সকাল- বিকাল পাঠ করা।

৫. নতুন কোন জায়গায় অবতরণ করলে ১৮ নং দু'য়াটি পাঠ করা।
৬. সকাল- বিকাল জিকিরগুলো নিয়মিত পাঠ করা।
৭. ফরজ সালাতের পর পঠনীয় জিকিরসমূহ নিয়মিত পাঠ করা।
৮. বাড়ীতে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা।
৯. ঘর-বাড়ীকে আত্মাবিশিষ্ট সর্বপ্রকার ছবি এবং মূর্তী ও কুকুর হতে মুক্ত রাখা।

দ্বিতীয়তঃ বদনজর, জাদু ও জিনের চিকিৎসাঃ

১. জাদুর স্থান জানার চেষ্টা করা এবং সেখান হতে জাদুর জিনিসগুলো বের করে সেগুলোর উপর ৭ নং এর আয়াতসমূহ পাঠ করে তা জ্বালিয়ে দেওয়া। জাদুর জন্য ইহা হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসা।

২. সূরা ফাতিহা।

৩. সূরা বাকারার প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত।

৪. আয়াতুল কুরসী।

৫. সূরা বাকারার শেষের তিন আয়াত।

৬. সূরা ইউসুফের ৬৪ নং আয়াত।

৭. চার কুলঃ সূরা কাফিরূন, এখলাস, ফালাক ও নাস। (তিনবার করে)

৮. সূরা আ'রাফের ১১৭ হতে ১১৯ আয়াত পর্যন্ত, সূরা ইউনুসের ৭৯ হতে ৮২ আয়াত পর্যন্ত এবং সূরা ত্বহার ৬৫ হতে ৬৯ আয়াত পর্যন্ত।

« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ».

৯. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকালহামদ্, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল মান্নাান, বাদী'উস সামাাওয়াাতি ওয়াল আরয, ইয়াা যাল জালাালি ওয়ালইকরাাম, ইয়াা হাইয়ু ইয়াা কাইয়ূম।

« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلـــهَ إِلاَّ أَنْـــتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

১০. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আন্নী আশহাদু আন্নাকা আন্তাল্লাাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্তাল আহাদুস স্বমাদ্, আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান আহাদ্।

« أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ».

১১. আ'উযু বিল্লাহিস সামী'উল 'আলীম মিনাশশায়ত্ব–নির রজীম, মিন হামজিহী ওয়ানাফখিহী ওয়ানাফছিহ্।

« بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ».

১২. বিসমিল্লাহি আরক্বীক্, মিন কুল্লি শাইয়িন ইউ'যীক, মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও 'আইনিন হাসিদ, আল্লাহু ইয়াশফীক, বিসমিল্লাহি আরক্বীক।

« امْسَحْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ ». أخرجه البخاري.

১৩. ইমসাহিল বা'সা রব্বান্নাস, বিইয়াদিকাশ শিফা', লা কাশিফা লাহূ ইল্লা আন্তা।[১]

« بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيمُ ».

---

১. বুখারী হাদীস নং : ৫৭৪৪

১৪. বিসমিল্লাহিল্লাযী লাা ইয়াযুররু মা‘আসমিহী শাইউন ফিলআরযি ওয়ালাা ফিসসামাায়ি ওহুয়াস সামী‘উ ‘আলীম। (তিনবার)

« بِسْمِ اللهِ يُبْرِيكَ، وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَشَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ ».

১৫. বিসমিল্লাহি ইউবরীকা ওয়ামিন কুল্লি দাায়িন ইয়াশফীক, ওয়ামিন শাররি হাাসিদিন ইযাা হাসাদ, ওয়াশাররি কুল্লি যী ‘আইন।

« بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».

১৬. বিসমিল্লাহ্ (তিনবার) আ‘উযু বি‘ইজ্জাতিল্লাাহি ওয়াকুদরাতিহী মিন শাররি মাা আজিদু ওয়া উহাাযির। (সাতবার) [শরীরের কোন স্থানে ব্যথা হলে সে জায়গায় হাত রেখে বলতে হবে।]

« أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا ».

১৭. আযহিবিল বা'স, রব্বান্নাস, ওয়াশফি আন্তাশশাফী, লাা শিফায়া ইল্লাা শিফাউক্, শিফায়ান লাা ইউগাাদিরু সাক্বমাা।

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ».

১৮. আ'উযু বিকালিমাাতিল্লাহিত্ তাাম্মাহ্, মিন কুল্লি শায়ত্ব–নিন ওয়াহাাম্মাহ্, ওয়ামিন কুল্লি 'আইনিন লাাম্মাহ।

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ».

১৯. আ'উযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব। (তিনবার)

« أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَّشْفِيكَ ».

২০. আসআলুল্লাাহিল 'আযীম, রব্বাল 'আরশিল 'আযীম, আয়ঁইয়াশফীক্। (সাতবার)

« اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ».

২১. আল্লাহুম্মা স্বল্লি ‘আলাা মুহাম্মাদ, ওয়া‘আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা স্বল্লাইতা ‘আলাা ইবরাহীম ওয়া‘আলাা ‘আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ, আল্লাহুম্মা বাারিক ‘আলাা মুহাম্মাদ ওয়া‘আলাা আালি মুহাম্মাদ, কামাা বাারকতা ‘আলাা ইবরাহীম ওয়া‘আলাা আালি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

নোটঃ

১. উপরের সূরাগুলো, আয়াত ও দু‘য়াসমূহ রোগী ও জমজম বা বৃষ্টির পানি এবং জায়তুন ও কালোজিরার তেল ও খাঁটি মধুতে পড়ে পড়ে একই সাথে ফুঁকাবে।

২. জমজমের পানি নিয়ত করে নিয়মিত পান করবে।

৩. সাতটি কাঁচা কুলপাতা বেঁটে পড়া পানিতে মিশিয়ে সাত দিন কিছু পান করবে এবং অবশিষ্ট দ্বারা

গোসল করবে। প্রয়োজনে সাত দিনের বেশীও করতে হবে।

৪. জায়তুন ও কালোজিরার তেল খাবে, পান করবে ও মাথা, মুখে ও সমস্ত শরীরে মাখবে।

৫. মধু খালি পেটে খাবে অথবা পানি কিংবা দুধের সাথে মিশিয়ে প্রয়োজন মোতাবেক পান করবে।

৬. দম করা পানি, তেল ও মধুর সাথে প্রয়োজনে অতিরিক্ত মিশালেই চলবে। তবে নতুন করে আবারো দম করে নেয়া উত্তম।

সকাল-বিকাল বিশেষ পঠনীয় অজীফা

[ফজর হতে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং আসর হতে সূর্য ডুবা পর্যন্ত বিকাল]

১. সূরা এখলাস, ফালাক, নাস ও আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

[তিনটি সূরা সকাল-বিকাল তিনবার করে পড়লে সবকিছু থেকে নিরাপদে থাকবে] [সহীহ তিরমিযী হাঃ ২৮২৯] [আয়াতুল কুরসী সকাল-বিকাল একবার করে পড়লে জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে] [হাদীসটির সনদ উত্তম, ত্ববারানী]

اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ(و في المساء يقول) : اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

২. আল্লাহুম্মা বিকা আসবাহ্‌নাা, ওয়াবিকা আমসাইনাা, ওয়াবিকা নাহ্‌ইয়াা ওয়াবিকা নামূত্, ওয়াইলাইকান্‌নুশূর। [বিকালে বলবে:] আল্লাহুম্মা বিকা আমসাইনাা, ওয়াবিকা আসবাহ্‌নাা, ওয়াবিকা নাহ্‌য়াা ওয়াবিকা নামূত্, ওয়া ইলাইকালমাসীর।[বুখারী আদাবুল মুফরাদে, সনদ সহীহ হাঃ ১১৯৯]

« بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ».

৩. বিস্‌মিল্লাহিল্লাযী লাা ইয়াযুররু মা‘আস্‌মিহী শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালাা ফিস্‌সামাা’, ওয়াহুয়াস্‌ সামী‘উল ‘আলীম।

[সকাল-বিকাল যে তিনবার পড়বে কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [সহীহ তিরমিযী হা: ২৬৯৮]

« أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ».

৪. আ‘উযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্‌ তাম্মাাতি মিন শারির মাা খলাক্ব।

[যে সন্ধায় তিনবার বলবে, সে রাতে কোন বিষধর তার ক্ষতি করতে পারবে না।] [মুসলিম হা: ২৭০৯]

«حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ».

৫. হাস্‌বিয়াল্লাাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হূ, ‘আলাইহি তাওয়াক্‌কাল্লাতু ওয়াহুওয়া রব্বুল ‘আরশিল ‘আযীম।

[সকাল-বিকাল যে সাতবার পড়বে আল্লাহ তার দুনিয়া-আখেরাতে যা প্রয়োজন তা যথেষ্ট করে দিবেন।] [হাদীসটি মাওকুফ সহীহ, আবু দাঊদ, শাইখ জায়েদ আবু বকর (রহ:)-এর তাসহীহুদদু'য়াঃ পৃঃ ৩৩৪]

« يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ، وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَىَ نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ».

৬. ইয়াা হাইয়ু ইয়াা ক্বইয়ূমু বিকা আস্তাগীস, আস্বলিহ্ লী শা'নী, ওয়ালাা তাকিলনী ইলাা নাফ্সী ত্বরফাতা 'আয়ন্। [হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে' হাঃ ৫৮২০]

« اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللَّهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ».

৭. আল্লাহুম্মা 'আাফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আাফিনী ফী সাম'য়ী, আল্লাহুম্মা 'আাফিনী ফী বাস্বরী, লাা ইলাাহা ইল্লাা আন্ত্। [তিনবার]
[হাদীসটি হাসান, সহীহ আবু দাঊদ হাঃ ৪২৪৫]

« اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ، وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِيْ، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ شِمَالِيْ، وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ ».

৮. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফীয়াতা ফিদ্‌দুনয়াা ওয়ালআখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল ‘আফীয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্‌য়াায়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাসতুর ‘আওরাাতী ওয়া আামিন রাও‘আাতী, আল্লাহুম্মাহ্‌ফাযনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খলফী, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী, ওযা ‘আন শিমাালী, ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ‘উযু বি‘আযামাতিকা ‘আন্ উগতালা মিন তাহ্‌তী। [হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু দাঊদ হাঃ ৪২৩৯]

«اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً».

৯. আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান্ নাাফি‘আা, ওয়ারিজক্বন্ ত্বইয়িবাা, ওয়া‘আমালান মুতাক্ববালাা।
[হাদীসটি সহীহ, সুনানে ইবনে মাজাহ হাঃ ৯২৫]

« اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلى عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ ما اْسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ، فَاْغْفِر ْلِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ ».

১০. আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লাা ইলাাহা ইল্লাা আনত্, খলাক্বতানী ওয়াআনা আব্দুক, ওয়াআনা ‘আলাা ‘আহ্দিক, ওয়া ওয়া‘দিকা মাস্তাত্ব‘তু, আ‘উযু বিকা মিন্ শার্‌রি মাা সনা‘তু, আবূউ লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবী, ফাগফির লী ফাইন্নাহু লাা ইয়াগফিরুযযুনূবা ইল্লাা আনত্।
[যে ব্যক্তি একিন সহকারে সকাল-বিকাল একবার করে পড়বে সেদিনে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।]
[বুখারী হাঃ ৬৩২৩]

ফরজ সালাতের পর পঠনীয় অজীফা

« أَسْتَغْفِرُ اللهَ ».

১. আস্তাগফিরুল্লাহ্। (তিনবার) [মুসলিম]

« اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ».

২. আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌সালাাম, ওয়া মিনকাস্‌সালাাম, তাবাারকতা ইয়াা যাল জালাালি ওয়াল ইকরাাম। [মুসলিম]

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ».

৪. লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহ্দাহূ লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ওয়াহুয়া ‘আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। আল্লাহুম্মা লাা মাানি‘আ লিমাা আ‘ত্বইত্, ওয়ালাা মু‘ত্বিয়া লিমাা মানা’ত্, ওয়ালাা

ইয়ানফা‘উ যালজাদ্দি মিনকাল জাদ্‌দ। [বুখারী ও মুসলিম]

« لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ».

৫. লাা হাওলা ওয়ালাা কুওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়ালাা না‘বুদু ইল্লাা ইয়্যাহ্, লাহুন্‌নি‘মাতু ওয়ালাহুলফাযলু ওয়ালাহুছ ছানাাউলহাসান, লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দ্বীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। [মুসলিম]

« سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْـــبَـــرُ».

৬. সুবহানাল্লাাহ্, ওয়ালহামদুল্লিাাহ্, ওয়াল্লাাহু আকবার। [৩৩ বার]

Ø একশতবার পূর্ণ করার জন্য বলবে:

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহ্দাহূ লাা শারীকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।

[যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর এ দোয়াটি পরবে তার পাপরাজি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও তা মাফ করে দেয়া হবে।] **[মুসলিম]**

Ø ফজর ও মাগরিবে উল্লেখিত দোয়াগুলোর সাথে নিম্নের দোয়াটি দশবার বলবে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَ يُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

৭. লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহ্দাহূ লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুলহামদ্, ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীত্, ওয়াহুয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।
[আহমাদ ও তিরমিযী]

« اَللَّهُ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّــهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يَــئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ».

৮ . আল্লাহু লাা ইলাাহা ইল্লাা হুওয়াল হাইয়ুল কৃইয়ূম, লাা তা’খুযুহূ সিনাতুওঁ ওয়ালাা নাওম, লাহূ মাা ফিস্‌সামাাওয়াাতি ওয়া মাা ফিলআরয্‌, মান যাল্লাযী ইয়াশফা‘উ ইন্দাহূ ইল্লাা বিইযনিহ্‌, ইয়া‘লামু মাা বাইনা আইদীহিম ওয়া মাা খলফাহুম, ওয়া লাা ইউহীতূনা বিশাইয়িম মিন ‘ইলমিহ্‌, ইল্লাা বিমাা শাাআ ওয়াসি‘য়া কুরসিইয়ুহুস সামাাওয়াাতি ওয়ালআরয্‌, ওয়া লাা ইয়াঊদুহূ হিফযুহুমাা ওয়াহুওয়াল ‘আলিইয়ুল ‘আযীম।

[যে ব্যক্তি প্রতি সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার এবং জান্নাতের মাঝে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই বাধা থাকবে না।] [সহীহুল জামে‘: ৫/৩৩৯]

৯. সূরা এখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস একবার করে পড়বে। তবে ফজর ও মাগরিবের পরে তিনবার করে পড়বে। [আবু দাঊদ ও নাসাঈ]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

] قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ Z.

কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ্, আল্লাহুস্‌স্বমাদ্, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ্, ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ্।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

] قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَات فِي الْعُقَد، وَمِنْ شَرِّ حَاسد إِذَا حَسَدَ Z.

কুল আ'উযু বিরব্বিল ফালাক্ব , মিন শাররি মাা খলাক্ব, ওয়া মিন শার্‌রি গ–সিক্বিন ইযাা ওয়াক্বাব্, ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাাতি ফিল 'উক্বাদ্, ওয়া মিন শার্‌রি হাাসিদিন্ ইযাা হাসাদ্।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

] قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Z.

কুল আ‘ঊযু বিরব্বিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস, মিন শার্রিল ওয়াস্ওয়াসিল খন্নাস, আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্নাস, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

নিরাপদে থাকার জন্য আরো কিছু জরুরি দোয়া ও অজীফাঃ

উপরে বর্ণিত দোয়া ও জিকিরগুলো ছাড়াও কিছু জরুরি অজীফা উল্লেখ করা হলো। যে ব্যক্তি এগুলো নিয়মিত মেনে চলবে (ইন শাাআল্লাহ) সে নিরাপদে থাবে।

2 **শয়তান থেকে সন্তানের নিরাপদের জন্য স্ত্রী সহবাসের সময় দোয়াঃ**

« بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ». متفق عليه.

"বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শায়ত্ব–না ওয়াজান্নিবিশ্ শয়ত্ব–না মাা রজ্বক্বতানাা।"
[বুখারী ও মুসলিম]

2 **শয়তান হতে নিরাপদে থাকার জন্য সকাল-বিকাল একশবার পঠনীয় অজীফাঃ**

« لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».متفق عليه.

"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদ্, ওয়াহুওয়া 'আলাা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।" [বুখারী ও মুসলিম]

2 কোন ব্যক্তি বা জিনিস দেখে ভাল লাগলে বা আশ্চর্য হলে কিংবা হিংসা হলে তাতে নজরলাগা হতে বাঁচার জন্য দোয়াঃ

« بَارَكَ اللهُ فِيهِ ».

অনুপস্থিত হলেঃ "বাারকাল্লাাহু ফীহ্।" বা "বারকাল্লাাহু লাহ্" আর উপস্থিত হলে:"বাারকাল্লাাহু ফীক্"

2 দ্বিনী বা দুনিয়াবী কিংবা শারীরিক, সামাজিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি যে কোন হতে পিড়ীত ব্যক্তির নির্দিষ্ট বিপদ দেখে তা থেকে নিরাপদ থাকার দোয়াঃ

« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ». رواه الترمذي.

"আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী 'আাফানী মিম্মামতালাাকা বিহ্, ওয়াফায্যালানী 'আলাা কাছীরিন মিম্মান খলাক্বা তাফযীলাা।" [তিরমিযী হাঃ নং ৩৪৩২, সহীহ তিরমিযীঃ ৩/১৫৩]

অনুপস্থিত ব্যক্তি হলেঃ মিম্মামতালাাকা বিহ্,-এর স্থানে "মিম্মামতালাাহু বিহ্" বলবে।

2 মানুষ ও জিন শয়তান থেকে নিরাপদে থাকার জন্য বাড়ী হতে বাহির ও প্রবেশের অজীফাঃ

« بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». أخرجه أبوداود والترمذي.

"বিসমিল্লাাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাাহ্, ওয়ালাা হাওলা ওয়ালাা কুওওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্।" [আবু দাউদ ও তিরমিযী]

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ». رواه أهل السنن.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা, আও আজিল্লা আও উজাল্লা, আও আযলিমা

আও উযলামা, আও আজহালা আও উজহালা 'আলাইয়া।" [চারটি সুনানগ্রন্থ যথাঃ আবু দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

2 বাড়ীতে প্রবেশের সময় শয়তান সঙ্গী না হওয়ার জন্য অজীফাঃ

« بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ». أبو داود.

"বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনাা ওয়াবিসমিল্লাহি খরজনাা, ওয়া'আলাল্লাহি রব্বিনাা তাওয়াক্কালনাা।" এরপর পরিবারকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। [আবু দাঊদ]

2 নতুন কোন জায়গার সর্বপ্রকর অনিষ্ট থেকে বাঁচর জন্য সে স্থানে অবতরণ কালের দোয়াঃ

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». أخرجه مسلم.

"আ'উযু বিকালিমাাতিল্লাহিত্ তাাম্মাাতি মিন শাররি মাা খলাক্ব।" [মুসলিম]

2 নিজে বা সন্তান ঘুমের মাঝে ভয় পেলে তার দোয়াঃ

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ». أبوداود والترمذي.

"আ'ঊযু বিকালিমাাতিল্লাাহিত্ তাাম্মাাতি মিন গযাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবাাদিহ্, ওয়া মিন হামাজাাতিশ্ শায়াত্বীনি ওয়াআয়ঁ ইয়াহ্যুরূন।"
[হাদীসটি হাসান, আবু দাউদ হাদীস নং: ৩৮৯৩ মূল শব্দগলি তিরমিযীর হাদীস নং: ৩৫২৮]

2 মসজিদে প্রবেশেকালে পঠনীয় অজীফাঃ

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ».أخرجه أبوداود.

(১) "আ'ঊযু বিল্লাাহিল 'আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াসুলত্বা-নিহিল ক্বদীম মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রজীম।" [অবু দাঊদ]

« بِسْمِ اللَّهِ ».« وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ».« اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ».

(২) "বিসমিল্লাহ্,[১] ওয়াস্‌স্বলাাতু ওয়াস্‌সালাামু 'আলাা রসূলিল্লাহ্,[২] আল্লাহুম্মাফতাহ্ লী আবওয়াাবা রহমাতিক্।[৩]"

2 মসজিদ হতে বাহির হওয়ার সময়ের অজীফা:

« بِسْمِ اللَّهِ ».« وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ». « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ». « اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ».

"বিসমিল্লাহ্, ওয়াস্‌স্বলাাতু ওয়াস্‌সালাামু 'আলাা রসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন

---

[১]. ইবনুস সুন্নী, হাঃ নং ৮৮ শাইখ আলবনী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, আছছামারুল মুস্তাত্বব: ৬০৭ পৃ: দ্রঃ

[২]. আবু দাঊদ হাঃ নং ৪৬৫, সহীহুল জামে':১/৫২৮ দ্রঃ

[৩]. মুসলিম হাঃ নং ৭১৩

ফাযলিক্।[১] আল্লাহুম্ম'সিমনী মিনাশ্শায়ত্ব-নির রজীম।"

2 ঘুম থেকে উঠার পর অজীফা:

« الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ».

(১) "আলহামদু লিল্লাাহিল্লাযী আহ্ইয়ানাা বা'দা মাা আমাাতানাা, ওয়া ইলাইহিন্নুশূর।" [বুখারী হা: নং ৬৩১৪ ও মুসলিম হা: নং ২৭১১]

« الْحَمْدُ للَّهِ الَّذي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ».

"আলহামদু লিল্লাাহিল্লাযী 'আফানী ফী জাসাদী, ওয়ারাদ্দা 'আলাইয়া, রূহী ওয়া আযিনা লী বিযিকরিহ্।" [তিরমিযী হা: নং ৩৪০১ সহীহ তিরমিযী:৩/১৪৪]

2 কাপড় পরিধানের দোয়া:

« الْحَمْدُ للَّهِ الّذي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ)، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْـــرِ

[১]. মুসলিম হা: নং ৭১৩

حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّة ».

"আলহামদু লিল্লাাহিল্লাযী কাসাানী হাাযা (আছছাওবা) ওয়ারজাক্বনীহি মিন গইরি হাওলিমমিন্নী ওয়ালাা কুওওয়াহ্।"[আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি হাসানঃ ইরওয়াউল গালীল–আলবানী:৭/৪৭]

2 যেসব সময় কাপড় খুললে আওরত প্রকাশ পায় সেসব সময় শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য দোয়াঃ

« بِسْمِ اللَّهِ ».

"বিসমিল্লাাহ্।" [তিরমিযী হাঃ নং ৬০৬, সহীহুল জামে':৩/২০৩]

2 আয়না দেখার অজীফাঃ

« اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَأَحْسِنْ خُلُقِي ». أحمد والبيهقي.

"আল্লাহুম্মা আহ্সানতা খলক্বী, ফাআহ্সিন খুলুক্বী।" [আহমাদ, বাইহাকী, হাসীসটি সহীহ, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব–আলবানী:৩/৮ হাঃ নং ২৬৫৭]

2 টয়লেটে প্রবেশের পূর্বে দোয়াঃ

« بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبائِثِ».

“বিসমিল্লাহ্[১], আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘ঊযুবিকা মিনালখুবছি ওয়ালখাবাইছ।[২]”

2 টয়লেট হতে বের হয়ে দোয়াঃ

« غُفْرَانَكَ ».

“গুফর–নাক্।”

[আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ, সহীহ আবু দাঊদ–আলবানী:১/১৯]

2 অজুর পূর্বের দোয়াঃ

« بِسْمِ اللَّهِ ».

“বিসমিল্লাহ্।”

[[আবু দাঊদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, ইরওয়াউল গালীল–আলবানী:১/১২]

2 অজুর পরের দোয়াঃ

« أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».

---

১. সা‘ঈদ ইবনে মানসূরঃ ফাতহুলবারী– ইবনে হাজার:১/২৪৪

২. বুখারী হাঃ নং ১৪২ মুসলিম হাঃ নং ৩৭৫

"আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহু লাা শারীকা লাহ্, ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদন 'আব্দুহূ ওয়ারসূলুহ্।" [মুসলিম হাঃ নং ২৩৪]

« اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

"আল্লাহুম্মাজ'আলনী মিনাত্তাওওয়াাবীনা ওয়াজ'আলনী মিনালমুতাত্বহ্হিরীন।" [তিরমিযীঃ ১/৭৮ হাঃ নং ৫৫ সহীহ তিরমিযী–আলবানীঃ ১/১৮]

2 আজানের অজীফাঃ

মুয়াজ্জিন সাহেব যা বলবেন হুবহু তাই বলতে হবে। কিন্তু "হাইয়া 'আলাসস্বলাাহ্ ও হাইয়া 'আলাফালাাহ্" বলার সময় বলবেঃ

« لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ».

(১) "লাা হাওলা ওয়ালাা কুওওয়াতা ইল্লাা বিল্লাাহ্।" [বুখারী হাঃ ৬১১ মুসলিম হাঃ নং ৩৮৩]

« أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً ».

(২) "আশহাদু আল্লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহু ওয়াহদাহূ লাা

শারীকা লাহূ, ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়ারসূলুহূ, রযীতু বিল্লাাহি রব্বাা, ওয়াবিমুহাম্মাদিন রাসূলাা, ওয়াবিলইসলাামি দ্বীনাা।[১]” [মুসলিম হাঃ নং ৩৮৬]

(৩) এরপর নবী [ﷺ]-এর প্রতি দরুদে ইবরাহীম পড়বে। [মুসলিম:১/২৮৮ হাঃ নং ৩৮৪]

« اللَّهُمَّ رَبَّ هَذه الدَّعْوَة التَّامَّة، وَالصَّلاَة الْقَائمَة، آت مُحَمَّداً الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحمُوداً الَّذي وَعَدْتَهُ ».

(৪) “আল্লাহুম্মা রব্বা হাাযিহিদ্ দা‘ওয়াতিত্ তাম্মাহ্, ওয়াসস্বলাাতিল্ ক্ব-য়িমাহ্, আাতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়ালফাযীলাহ্, ওয়াব্‘আছহু মাক্ব-মাম মাহমূদানিল্লাযী ওয়া‘আত্তাহ্।” [বুখারী]

[১]. ইহা মুয়াজ্জিনের শাহাদাতাইন বলার সময় বলতে পারে অথবা আজান শেষে দরুদ শরীফের পরে বলতে পারে।

[! " # $ % & ' ( ) * + , - .

Z الحج: ٦ [সূরা হাজ্ব: ৬]

[> ? @ A B C D F G

H I Z الحج: ٦٦[সূরা হাজ্ব: ৬৬]

] وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحۡيِينِ ﴿٨١﴾ Z الشعراء: ٨١[সূরা শু'য়ারা: ৮১]

] وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلۡبَرۡقَ ´ µ ¶ ¸ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحۡىِۦ بِهِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَعۡقِلُونَ ﴿٢٤﴾ Z الروم: ٢٤ [সূরা রূম: ২৪]

] ¶ ¸ خَلَقَكُمۡ ثُمَّ رَزَقَكُمۡ ثُمَّ يُمِيتُكُمۡ ثُمَّ يُحۡيِيكُمۡۖ هَلۡ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفۡعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىۡءٍۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٤٠﴾ Z الروم: ٤٠ [সূরা রূম: ৪০]

] فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَـٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡىِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡىِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ à قَدِيرٌ â Z الروم: ٥٠ [সূরা রূম: ৫০]

v u t s r q p o n m l [

Z ﴿٣٣﴾ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ~ } | { z y x w

الأحقاف: ٣٣ [সূরা আহক্বাফ: ৩৩]

y x w v u t s r q p o [

بَلْدَةً وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ﴿١٠﴾ ~ } | { z

مَّيْتًا © ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾ Z ق: ٩ — ١١ [সূরা ক্বাফ: ৯-১১]

] ï هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ Z النجم: ٤٤ [সূরা নাজম: 88]

] ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْىِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ Z الحديد: ١٧ [সূরা হাদীদ: ১৭]

মনে প্রশান্তির জন্য ঝাড়ফুঁকের আয়াতসমূহ

] وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ ´ µ ¶

سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ ¸

وَءَالُ هَـٰرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةً لَّكُمْ إِن

كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ Z البقرة: ٢٤٨ [সূরা বাকারা:২৪৮]

] © أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا

´ µ ¶ ¸ كَفَرُوا۟ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٢٦﴾

Z التوبة: ٢٦ [সূরা তাওবা: ২৬]

} | { z y x w v u [

~ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا

© إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ

وَأَيَّدَهُۥ ´ µ ¶ ¸ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ

كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾ Z التوبة: ٤٠[সূরা তাওবা: ৪০]